৫

শাখের করাত

(অবিশ্বাস্য হলে ও সত্য)

সৈয়দ হাবিবুর রহমান

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ক্কাদিয়ানী দল বাদ দিয়ে বাংলাদেশে প্রচলিত তিন তরীকায় ইসলাম ধর্ম চর্চা করা হয়।

১) মাজার ভিত্তিক লাল-শালুর মা-রফতি ধারা। যারা হালের ও না, বীচের ও না। এঁরা সমাজের বাড়তি বোঝা ছাড়া আর কিছু ই নয়। (২) হোসেন আহমদ মদনীর (রঃ) জমিয়তে উলামায়ে হীন্দ তথা যৌথভাবে মৌলানা মুফতি মাহমুদের জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ও তাবলীগ জামাত, যারা বাংলাদেশের তা-বত কউমী মাদ্রাসার জন্মদাতা, রক্ষক, প্রতিষ্ঠাতা। (৩) সাইয়্যেদ আবুল আ-লা মউদুদীর (রঃ) জামাতে ইসলাম, যা উপরোল্লিখিত তিনটি দলের দৃষ্টিতে কোরআনের অপব্যাখ্যাকারী বলে পরিচিত। ৭১ এ গ্রামাঞ্চলে তুলনামূলক ভাবে জামাতের চেয়ে জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের তথা কউমী মাদ্রাসার রাজাকাররা সংখ্যায় ছিল অনেক বেশী। এরাই আমাদের সমাজে ইসলামের একমাত্র প্রচারক, ধারক বাহক। যাঁদের ওয়াজ ক্যাসেটে ধারণ করা আছে তারা কারা? এঁরা দাদা-দাদীর ইসলাম মান্য কারী নন। কোরআন হাদীসের আসল সহীহ্ তফসির কারক। তারা মৌলানা আশরাফ আলী থানভী (রঃ), হোসেন আহমদ মদনী (রঃ), সাইয়্যেদ আবুল আ-লা মউদুদীর (রঃ) উত্তরসূরী। মৌলানা দেলওয়ার হেসেন সাঈদী, হাবিবুর রহমান যুক্তিবাদী, মৌলানা মুহীউদ্দীন খান (মাসিক মদীনা), মৌলানা নাসির উল্লাহ্ (চাঁদপুরী) মৌলানা তাফাজ্জুল হোসেন (হবিগঞ্জী) মৌলানা হাবিবুর রহমান (আমীর খেলাফতে মজলিস) মৌলানা নুরুল ইসলাম প্রমুখ। ওয়াজের সবটুকু হুবহু কলম দিয়ে লিখা অসম্ভব। মাঝে মাঝে ঘঠনার সত্যতা, যুক্তি দিয়ে প্রমান করতে গিয়ে এমন মিথ্যা, বানোয়াট, যুক্তিহীন, অশ্লীল কেচ্ছা-কাহিনী যুক্ত করা হয়েছে, যা ভাই-বোন, মা-বাবার সামনে বসে শোনা তো দূরের কথা, স্বামী-স্ত্রী এক সাথে বসে শোনতে ও ঘেন্না করে। মা হাওয়ার প্রলোভনে পড়ে বাবা আদম গন্ধম খেয়েছিলেন। নারী কি ভাবে পুরুষের মন গলাতে পারে, সেই সত্যতা প্রমান করতে গিয়ে উদাহরণ দেয়া হয়েছে- বাংলাদেশের এক রিকশাওয়ালা তার স্ত্রীর পরামর্শে চুরি করতে গিয়ে কি ভাবে চুরির ট্রেনিং নিয়েছিল, পরে ধরা পড়ে লুঙ্গী হারিয়ে উলঙ্গ হয়ে বাড়ি ফিরছিলো, এবং পথে তাকে এ অবস্থায় দেখে লোকে কি বলেছিলো আর তার ছেলে মেয়েরা কি বলেছিলো। এক যায়গায় প্রাপ্ত-বয়স্ক মুসলান নারী-পুরুষের শরীরের, মাথা থেকে নিম্নাঙ্গ পর্যন্ত তিন যায়গার লোম (পশম) কাটার এবং সহীহ সঙ্গমের শরীয়তি বিধান বলে দেয়া হয়। বাতস্যায়নের যৌন বিদ্যা এখানে ফেইল। যদি তা হুবহু লিখে দেই, আমার শ্রদ্ধেয়া ইন্টারনেটের মুসলমান ভগ্নীগণ মডারেটরের কাছে আমার ফাঁসি দাবী করে বসবেন। তাই যথাসম্ভব শুধুমাত্র ওয়াজের মূল বক্তব্যটুকু তোলে ধরার চেষ্টা করবো। মৌলানা নাসিরুল্লাহ চাঁদপুরী বলছেন--

"যেই মাত্র বাবা আদম আর মা হাওয়া গন্ধম খেলেন, অমনি তাঁদের শরীর থেকে বেহেস্তি রেশমী কাপড় গুলো বাতাসে উড়ে যায়। আদম-হাওয়া বিবস্ত্র হয়ে বেহেস্তের চতুর্দিকে দৌড়া-দৌড়ি করতে থাকেন আর বৃক্ষাদির কাছে মিনতি করে বলেন 'হে গাছ, একটু দয়া করো, কিছু পাতা দাও ইজ্জত ঢাকি।' গাছ উত্তর দেয় 'হে আদম, পাতা দেওয়া যাবেনা কারণ তোমরা প্রভুর নিষেধ অমান্য করেছো। আদম-হাওয়ার পাগলপ্রায় অবস্থা দেখে আল্লাহ্ জিব্রাইলকে ডাক দিলেন, হে- জিব্রাইল শীঘ্র আসো, আমার আদম বিপদে পড়ে গেছে। তাড়াতাড়ি জয়তুন গাছ থেকে ৮টি পাতা নিয়ে আদমের কাছে যাও, ৫টি পাতা হাওয়াকে দিয়ো আর ৩টি পাতা আদমকে। সেই থেকে জগতের মানুষের মৃত্যুর পর মহিলাদের জন্য কাফনের ৫ কাপড় আর পুরুষের ৩ কাপড় নির্ধারিত হয়ে যায়। অতঃপর আল্লাহ জিব্রাইলকে আদেশ করলেন, আদম-হাওয়াকে পৃথিবীতে নিয়ে যাওয়ার জন্য। জিব্রাইল বল্লেন, 'প্রভু হুকুম করুন কোথায় কোন যায়গায় তাদেরকে রেখে আসবো।' আল্লাহ্ বল্লেন- 'হাওয়াকে মক্কা থেকে পশ্চিমদিকে ৪০ মাইল দূরে জেদ্দা নদীর পাড়ে পূর্ব-মূখী করে. আর আদমকে আরবের সীমানা থেকে পূর্বদিকে ৬০০ মাইল দূরে সড়ং-দ্বীপের কিনারে পশ্চিম-মূখী করে রেখে দাও।'
হাওয়া হাঠতে শুরু করলেন পূর্বদিকে আর আদম পশ্চিম দিকে।

৩৬০ বৎসর কাঁদলেন একটি ভুলের দায়
বাবা আদম সড়ং-দ্বীপে, মা হাওয়া জেদ্দায়।

৩৬০ বৎসর কাঁদতে কাঁদতে চলতে চলতে জিলহজ্ মাসের নয় তারিখ আরাফাতের ময়দানে বাবা আদম আর মা হাওয়ার পূনর্মিলন হয়। দুনিয়ায় বাবা আদম এক হাজার বছর হায়াত পেয়েছিলেন। আমাদের মা হাওয়া (আঃ) ১৪০ বার হামেলা (গর্ভবতী) হন। প্রতি বার ই জোড়ায় জোড়ায় সন্তান প্রসব করেছিলেন। একটি ছেলে একটি মেয়ে। ১৪১ বার এর সময়ে একটি ছেলে সন্তান জন্ম দেন। তিনি ছিলেন হজরত শীষ (আঃ), জগতের দ্বিতীয় নবী। এভাবে করে নুরে মোহাম্মদী বাবা আদমের কপাল বেয়ে দুই লক্ষ তেইশ হাজার নয় শত নিরান্নব্বই জন নবীর পর যে দিন আব্দুল্লাহ্র কপাল থেকে মা আমেনার গর্ভে চলে যায়, সে দিন হতে ইবলীস্ শয়তানের জন্য আকাশের সাতটি দরজা বন্ধ হয়ে যায়। সে দিন থেকে ইবলীস্ প্রথম আকাশের উপরে আর উঠতে পারেনা। অনেকে মনে করেন দুনিয়ায় পয়গাম্বরদের সংখ্যা ছিল এক লক্ষ চব্বিশ হাজার, কথাটা ঠিক নয়। হজরত নুহ্ (আঃ) এর প্লাবনের নয় শত বৎসর পূর্বে আল্লাহ্ জীব্রাইলকে বেহেস্তের একটি গাছের চারা হাতে দিয়ে বলেছিলেন- যাও জীব্রাইল এই চারাটি কেনান শহরে প্রোথিত করে এসো। নয় শত বৎসর পরে ঐ গাছ দিয়ে ২ লক্ষ ২৪ হাজার তক্তা বানিয়ে হজরত নুহের নৌকা তৈরী করা হয়। প্রতিটি তক্তায় এক একজন নবীর নাম লেখা ছিল।

এখানে এসে ক্যাসেট টি শেষ হয়ে যায়।

কাজে যাওয়ার আগে মনে পড়লো খাইরুল গাজীর কথা। ভদ্রলোক হয়তো রোববারে আসতে পারেন। সাতটা ক্যাসেটের মধ্যে মাত্র একটা শোনা হলো। উইকেন্ডে ফ্যামিলি

নিয়ে ব্যস্ত, উইক্‌ডেজে কাজ। কাজে যাওয়া আসার পথে গাড়িতে শোনা ছাড়া কোন উপায় নেই।
পাঁচ দিনে প্রায় সবগুলো ক্যাসেট খন্ড-খন্ড এলোমেলো ভাবে শোনার পর থেকে একটা প্রশ্নই বার বার মনে জাগে, এ সকল আলেমগণকে বাদ দিয়ে কি বাংলাদেশে ইসলাম কল্পনা করা যায়? মাদ্রাসা আধুনিকায়ন করার ভূত যাদের মাথায় উঠেছে, তারা মাদ্রাসার ওস্তাদ তো দূরের কথা ছাত্র ও নন। কোন্ ধরণের আলেমগণকে বাদ দিয়ে আর কোন্ ধরনের আলেমগণকে নিয়ে মাদ্রাসা আধুনিকায়ন করা হবে? মাদ্রাসা আধুনিকায়ন করা প্রকারান্তরে, ইসলাম আধুনিকায়ন করা। অর্থাৎ কোরআন হাদীসে বর্ণীত পরকালের যা কিছু অদৃশ্য আছে, অক্ষত, অপরিবর্তিত রেখে, ইহকালের সমাজ জীবনে, প্রশাসনে, অর্থনীতিতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ, কোরআন হাদীসের শরীয়া আইন, নিয়ম-নীতি, সমাজতান্ত্রীক আর পুজিবাদী আদর্শে পরিবর্তন করা। স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটিতে পড়ুয়া শিক্ষিত মুসলমানগণ শরীয়ার বিবেকহীন, অমানবিক বিধান, শাসন পদ্ধতি মানতে পারছেন না, অতচ সন্দেহ ভরা মনে বিশ্বাস করেন, পরকালে নরকের ভয়ানক শাস্তি ও স্বর্গের অফুরন্ত সুখ-সম্ভোগের কল্পকাহিনী। সমাজতন্ত্র অথবা পুজিবাদী দর্শনে বিশ্বাসী ও শিক্ষিত বিধায় তাঁদের বুঝতে কষ্ট হয়না যে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পৃথিবীকে এগিয়ে নিয়ে গেছে অনেক দূর, পক্ষান্তরে ধর্ম, মানুষের আর্থ সামাজিক উন্নয়য়ের জন্য রচনা করেছে ভুরি-ভুরি দোয়া-দরুদ, মন্ত্র, তন্ত্র, যা বিশ্বাস করে, পালন করে, ধার্মিকেরা পিছিয়ে গেছেন হাজার বছর। তাই এই মাদ্রাসা আধুনিকায়নের প্রয়োজন বোধ করছেন। ছেচল্লিশ সালে এরকম নিখিল ভারত হিন্দু সমাজ এক উদ্দ্যোগ নিয়েছিলেন, স্ব-জাতি, স্ব-গোত্র, স্ব-ধর্মে, শাস্ত্র কর্তৃক সৃষ্ট, জাতি-ভেদ বর্ণ-বৈষম্য দূরী করণের লক্ষ্যে। আসলে সেই উদ্দ্যোগের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ছিল, সঙ্গবদ্ধভাবে মুসলমানদেরকে জব্দ করা। এখানে ও তদ্রুপ একটি গোপন লক্ষ্য আছে। তা হলো মাদ্রাসা থেকে আধুনিক উন্নতমানের আরাফাত, সাদ্দাম, বিন-লাদিন তৈরী করা, আর খৃষ্টান, ইহুদী হিন্দু, বৌদ্ধ সহ জগতের তা-বত অমুসলিম নিপাত করে সারা দুনিয়ায় আল্লাহ্‌র রাজত্ব কায়েম করা।

কি শেখানো হয় মাদ্রাসায়? আসুন দেখা যাক আমাদের সামাজিক, পারিবারিক জীবনের উপর কোরআন হাদীসের শিক্ষা কি। কোরআন শরীফে সুরা নীসার ৩৪ নং আয়াতে আল্লাহ্ বলছেন--

আর্‌রিজা-লু কাওয়ামু-না আলান্নসা-, Men are the protectors and maintainers of women, নারী অবমাননা সবে মাত্র শুরু হলো, আয়াতের বাকী অংশ লক্ষ্য করুন, *বিমা ফাদ্দালাল্লাহু বা-দাহুম আলা বা-দিন। because Allah has made some of them to excel others. ওয়াবিমা- আন্‌ফাকু মিন আমওয়া-লিহিম ফাস্‌সা-লিহাতু, কা-নিতাতুন, হা-ফিজাতুন লিল্ গাইবি বিমা- হাফিজাল্লাহ্। because they spend of their property (for the support of women). So good women are the obedient, guarding in secret that which Allah hath guarded.* ওলামায়ে হক্কানীগণ good women বলতে এখানে স্বতী নারী এবং secret বলতে স্বতীত্ব বলেছেন। সা-লিহাত শব্দের অর্থ নেকদার নারী, এখানে স্বতী নারী। কা-নিতাত এর অর্থ , কর্তৃত্ব বা অধীনতা মেনে নেয়া, আর হা-ফিজাত এর অর্থ হেফাজতকারী, এখানে দৈহিক শালীনতা বা স্বতীত রক্ষাকারী নারী। আল্লাহ্ পাক সুবহানাহু তাআ-লা স্বতী নারীর সংজ্ঞা দিয়েছেন এইভাবে- স্বতী নারীর দুটি গুণ থাকতে হবে, প্রথম এবং প্রধান গুণ হতে হবে, পুরুষের কর্তৃত্ব মেনে নেয়া, দ্বিতীয় গুণ হতে হবে, দৈহিক শালীনতা তথা

Virgin থাকা। এর পরে ও মুসলমান নারীদের জন্য অতি সুখকর খবর আছে, পরের আয়াতটি লক্ষ্য করুন। *ওয়াল্লা-তি তাখা-ফু-না নুশু-জাহুন্না ফাআ-জিহুন্না ওয়াহজুরু-হুন্না ফি আল্‌মাদা-জিয়ি ওয়াদরিবুহুন।* *As for those from whom ye fear rebellion, admonish them and banish them to beds apart, and scourge them.* শাকীর, ইংরেজী অনুবাদ করেছেন এইভাবে- *and (as to) those on whose part you fear desertion, admonish them, and leave them alone in the sleeping-places and beat them.* পিটুনী খাওয়ার পরে যদি অধীনতা মেনে নেয়, তাহলে সে নারীর উপর করুণা করা অর্থাৎ পরবর্তি Action না নেয়ার কথা পরের আয়াতে বলা হয়েছে। এগুলো আমাদের নবীজী লিখিয়েছেন অদৃশ্য আল্লাহ্‌র নামে। নিজের নাম দিয়ে কি লিখেছেন নীচের হাদীসে পাওয়া যাবে- *আদ্দুনিয়া কুল্লুহুল মাতা- ওয়া খাইরু মাতা-ইদ্দুনিয়া আল্ মারআ-তুস্‌সালিহা।* *"হে পৃথিবীর মানবজাতি, এই সারা বিশ্ব তোমাদের উপভোগ্য সম্পদ, আর এই উপভোগ্য সম্পদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ তোমাদের সতী নারী"।*

ওলামায়ে কেরাম নারীকে কোন্ পর্যায়ে পিটাতে হয়, তার উপমা দিয়েছেন এই ভাবে, অবাধ্য ছাত্রের প্রতি শিক্ষকের কর্তব্য কি হয়, এবং নারীর হেফাজত বা ভরণ-পোষন করতে দুধাল গাভীর প্রতি মালিকের দায়ীত্ব কি হয়। আল্লাহ্‌র কি সুমহান, সুন্দর, সাবলীল, শীতল বিধান। নারী অবাধ্য ছাত্র, পুরুষ জ্ঞানী শিক্ষক, নারী দুধাল গাভী আর পুরুষ তার মালিক।

ধর্ম আমাদেরকে আরো শেখায়- *ইয়্যা কানা-বুদু ওয়া-ইয়্যা কানাস্তাইন।* *যদি আমার এবাদত করো, অধীনতা স্বীকার করো, আমি তোমাদেরকে সাহায্য করবো।* পরে বলছে- *আমি শুধু তাদেরকে ই সাহায্য করি যারা নিজেদেরকে সাহায্য করে।* ধর্মের এক হাতে তস্‌বীহ আরেক হাতে শাণিত উন্মোক্ত তলোয়ার। ধনের লোভে বিয়ে করতে নবীজী আমাদেরকে নিষেধ করে মানবতা দেখিয়েছেন অতচ তিনি নিজে ধনের লোভে ও রাজনৈতিক স্বার্থে ধনাঢ্য খাদেজাকে বিয়ে করেছিলেন। একজন Virgin কুমারীর পাণি গ্রহনের স্বাধ নবীজীর চিরদিন ছিল। খাদিজার কাছে চির ঋণী নবীজী খাদেজার উপস্থিতিতে সে আশা পূর্ণ করতে পারেন নি, করেছেন খাদেজার মৃত্যুর পরে। নবীজী নিজেকে রাহমাতুল্লীল আলামিন ঘোষনা দেন অতচ হত্যা করেছেন নিরপরাধ শত-সহস্র শিশু নারী পুরুষ। একদিকে ঘোষনা দেন *'মুসলমানের জন্য ইহুদী-নাসারা কিয়ামত পর্যন্ত জন্ম শত্রু'* অপর দিকে বিশ্ব শান্তির আহ্‌বান।

ধর্ম এমন একটি শাঁখের করাত, এমন একটি Exit বিহীন Rounbabout ধার্মিকেরা অনন্তকাল বৃত্তের সীমানায় ঘুরপাক খাবে, বেরুবার কোন পথ পাবেনা। জানি, যারা মাদ্রাসা আধুনিকায়ন করতে চান, তাঁরা অগ্রহনযোগ্য, বিবেকে ধরা পড়ে এমন আয়াত গুলোর, শব্দগুলোর সাথে প্রতি শব্দ, শানে নুজুল, হাশিয়া, ফুট নোট, টিকা লাগিয়ে সাধারণ মানুষের কাছে গ্রহনযোগ্য করে তোলার চেষ্টা করবেন।

আপনারা শিক্ষিত মানুষ, উন্নতশীল দেশে এসে জগতটাকে জানতে পেরেছেন। উপরের দিকে হাত তোলে প্রার্থনা করা আর বিজ্ঞান-প্রযুক্তি প্রয়োগের ফলাফলের মধ্যে পার্থক্য বুঝেন। ধর্ম নারীকে উপার্জন করতে, স্বাবলম্বী হতে নিষেধ করেছে, অন্য কথায় ধর্মের চোখে উচ্চশিক্ষাগার নারীর জন্য নিষিদ্ধ এলাকা। ধর্ম এটা করেছে পুরুষের কর্তৃত্ব বজায় রাখার স্বার্থে। বিতর্ক, কুতর্ক করে লাভ নেই, কোরআন হাদীস

থেকে এক শো একটা প্রমান দেখাতে পারবো। তকদির-তদবিরের গোলক ধাঁধাঁ বুঝতে বুঝতে মুসলমান নিঃশেষ হয়ে যাবে।

আমি বলি, যা হবার তা হয়ে গেছে। আমরা মাদ্রাসা বন্ধ করতে পারবোনা, কোরআন-হাদীসের আয়াত Update করতে পারবোনা। কিন্তু একটা কাজ অবশ্য ই করতে পারবো। মুক্ত-মনা, মানবতাবাদীগণ ১লা মার্চ দিনটিকে "যুক্তিবাদী দিবস" হিসেবে পালন করতে একমত হয়েছেন। আসুন আমরা ঐ দিন্‌টিকে সামনে রেখে শপথ করি আমাদের সন্তানদেরকে আর মাদ্রাসায় দেবোনা। ইংল্যান্ডের জনগণ এই প্রক্রিয়া শুরু করেছেন অনেক আগে ই। যে হারে চার্চ গুলো বন্ধ হচ্ছে ঠিক সেই হারে মসজিদ গজিয়ে উঠছে। বৃটিশ সরকারের তাতে কিছু যায় আসেনা। তাদের পলিসি ঠিক ই আছে, ক্ষতি হচ্ছে মুসলমানদের।

যদি সাধ্য থাকে, আর্থিক সামর্থ্য থাকে, বাংলাদেশে নিকটাত্মীয় গরীব মা-বাবাদেরকে অর্থ দিয়ে বই দিয়ে উৎসাহীত করুন যেন তারা তাদের সন্তানদেরেকে স্কুলে পড়তে দেন। কামালের বোনের মত আয়েশাদের যৌবন আমরা ফিরিয়ে দিতে পারবোনা কিন্তু ভবিষ্যত আয়েশারা যেন কপালে জোড় মারা নেই বিশ্বাস করে অভিশপ্ত কুমারী জীবন না কাটায় তার জন্য আমরা কিছু করতে পারি। স্কুল-কলেজে লেখাপড়া করে নারী তার জীবন সাথী নিজে ই খোঁজে নিতে পারবে যদি না সমাজ তাঁর পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়ায়।

সমাপ্ত